لا اله الا الله محمد رسول الله

পাক্ষিক

ব্যক্তিগত পাঠাগার
আহমদ তৌফিক চৌধুরী

আহ্‌মদী

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়ার মুখপত্র

নব পর্যায়—১৭শ বর্ষ | ১৫ই মে | ১৯৬৩ সন | ১ম সংখ্যা

মিনারাতুল্ মসিহ্ ও মস্‌জিদ আক্‌সা
(কাদিয়ান)

'এ-লান'

"বর্তমান কালে আল্লাহ্‌তাআলা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সম্বদ্ধ করিয়াছেন। ধর্মের উন্নতি সর্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংযুক্ত করিয়া থাকেন। অতএব, যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে, সে বিজয় লাভ করিবে এবং যে অমান্য করিবে সে পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্তী হইবে, তাহার জন্য খোদাতাআলার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে, তাহার প্রতি খোদাতাআলার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—আমীরুল্ মুমেনীন হযরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)

সম্পাদক :—এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা—৫৲ | প্রতি সংখ্যা ·২৫ পয়সা

তবলীগ কন্সেশনে ৩৲ | তবলিগ কন্সেশনে ·১৬ পয়সা

বিষয় সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা
১। কোরআন করীম অনুবাদ	..	১
২। হাদিস	..	৪
৩। পূর্ববর্তীগণের গল্প	..	৯
৪। আমেরিকার পত্র	..	২৩

হায়াতে তাইয়েবা (প্রথম খণ্ড)

হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস সালামের পবিত্র জীবন চরিত।

ডিমাই ১/৮ চারি শত পৃষ্ঠা। মূল্য ৫৲ টাকা।

* খতমে নবুওয়াত ও আহমদীয়া জমাত

মওদুদী সাহেবের 'খতমে নবুওয়াত' পুস্তিকার ইল্‌মী সমালোচনা। মূল্য ২৲ টাকা।

সম্পাদক,
পুস্তক বিভাগ,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

For

COMPARATIVE STUDY
Of
WORLD RELIGIONS
Best Monthly
THE REVIEW OF RELIGIONS
Published from
RABWAH (West Pakistan)

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم
و علی عبده المسیح الموعود

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্যায় : ১৭ শ বর্ষ :: ১৫ই মে : ১৯৬৩ সন : ১ম সংখ্যা

কোরআন করীম অনুবাদ

—মৌলবী মুমতায আহ্‌মদ সাহেব মরহুম (রাযিঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সূরাহ্ বকরাহ্

ত্রিংশ রুকু

২২৩। যখন তোমরা স্ত্রীগণকে (এক বার বা দুই বার) তালাক দাও এবং তাহারা ইদ্দতের শেষ সীমায় উপনীত হয়, তখনও তাহারা তাহাদের (পূর্ব) স্বামীগণকে বিবাহ করিতে চাহিলে (হে অভিভাবকগণ) তোমরা তাহাদিগকে বাধা দিও না যদি—তাহারা বিধি সঙ্গত ভাবে সম্মত হয়। তোমাদের যাহারা আল্লাহ্‌র উপর ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহাদিগকে এই নীতি দ্বারা উপদেশ দেওয়া যাইতেছে। ইহা তোমাদের জন্য অধিকতর মঙ্গল দায়ক ও অধিকতর পবিত্রতা

জনক। এবং আল্লাহ্ (সমস্তের পরিণামই) জানেন এবং তোমরা (কিছুই) জান না।

২৩৪। (তালাক প্রদত্তা) মাতাগণ তাহাদের সান্তানদিগকে পূর্ণ দুই বৎসর কাল দুগ্ধ পান করাইবে সেই অভিভাবকের জন্য, যে দুগ্ধ পান করানের মুদ্দত পুর্ণ করিতে চাহে। এবং তাহাদিগকে যথাযথভাবে খাদ্য ও বস্ত্র দানের দায়িত্ব সন্তানের অভিভাবকের উপর। আল্লাহ্ কাহাকেও তাহার ক্ষমতার অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত করেন না। মাতা তাহার সন্তানের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে না এবং অভিভাবকও তাহার সন্তানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে না এবং (উপস্থিত অভিভাবকের অবর্তমানে অন্য) উত্তরাধিকারীর উপরও অনুরূপ দায়িত্ব থাকিবে। এবং যদি পিতা মাতা উভয় সম্মত হইয়া এবং উপযুক্ত পরামর্শ গ্রহণ করিয়া দুগ্ধ পান করান ত্যাগ করিতে চাহে, তবে তাহাদের কোন পাপ হইবে না— এবং যদি তোমরা অন্য ধাত্রী দ্বারা তোমাদের সন্তানগনকে দুগ্ধ পান করাইতে চাও, তবে তোমাদের কোন পাপ হইবে না যদি তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুত জিনিষ যথাসময়ে দিয়া দাও। এবং আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে তোমরা যাহা করিতেছ, তাহা আল্লাহ্ সম্যক দেখিতেছেন।

২৩৫। তোমাদের মধ্যে যাহারা মৃত্যু প্রাপ্ত হয় এবং তাহারা স্ত্রীগণ রাখিয়া যায়, উহারা নিজদিগকে চার মাস দশ দিন (বিবাহ ব্যাপারে) প্রতীক্ষা করিবে। এবং যখন তাহারা ইদ্দতের শেষ সীমায় উপনীত হইবে, তখন নিজেদের সম্বন্ধে কোন বিধি সঙ্গত (বিবাহ) কার্য করিলে তাহাতে তোমরা অভিভাবকদের কোন পাপ হইবে না। এবং তোমরা যাহা কর, তাহা আল্লাহ্ সম্যক অবগত আছেন।

২৩৬। (ইদ্দত যাপনকারিণী) মহিলাগণের নিকট সংকেতে বিবাহের প্রস্তাব করা, অথবা মনের মধ্যে বিবাহ বাসনা গোপন রাখাতে তোমাদের কোন অপরাধ নাই। আল্লাহ্ জানেন যে, অচিরেই তোমরা তাহাদের নিকট (উহা) উল্লেখ করিবে। কিন্তু (ইদ্দত কাল মধ্যে) বিধি সঙ্গত উপয়ে কথা বলা ব্যতীত তোমরা গোপনে তাহাদিগকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করিতে পার না এবং নির্দিষ্ট মুদ্দত শেষ সীমায় উপনীত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা বিবাহের দৃঢ় সঙ্কল্প করিও না এবং জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরের অবস্থা অবগত আছেন। অতএব, তাঁহাকে ভয় কর। এবং ইহাও জানিয়া লও যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু।

একত্রিংশ রুকু

২৩৭। যদি তোমরা স্ত্রীগণকে 'তালাক' দিয়া দাও—তাহাদিগকে স্পর্শ করিবার অথবা তাহাদের 'মহর' ধার্য করিবার পুর্বে, তবে তোমাদের কোন পাপ হইবে না। কিন্তু তাহাদিগকে যথাযোগ্য উপহার দান করিও। ধনীর কর্তব্য তাহার অবস্থানুসারে দান করা এবং দারিদ্রেরও কর্তব্য তাহার ক্ষমতা পরিমাণ দান করা। উহা পুণ্যকারীদের প্রতি অবশ্য কর্তব্য।

২৩৮। এবং যদি তাহাদিগকে স্পর্শ করিবার পুর্বে 'তালাক' দিয়া দাও এবং তাহাদিগের জন্য পূর্বেই 'মহর' ধার্য করিয়া থাক, তবে নির্ধারিত 'মহরের' অর্ধেক আদায় করিতে হইবে। কিন্তু যদি স্ত্রীগণ তাহাদের অধিকার ছাড়িয়া দেয়, অথবা যাহার হাতে বিবাহের বন্ধন সে ছাড়িয়া দেয়; এবং তোমাদের অধিকার ছাড়িয়া দেওয়াই ধর্মনিষ্ঠার অধিকতম সন্নিকট। এবং তোমরা পরস্পরের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে ভুলিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের কার্য সম্যক দেখিতেছন।

২৩৯। (হে মুমিনগণ) তোমরা নিয়মিতভাবে নামাযগুলিকে সম্পন্ন করিতে যত্নবান থাকিও। বিশেষতঃ, কার্যরত অবস্থার মধ্যে সমাগত নামাযের প্রতি দৃষ্টি রাখিও। তোমরা আল্লাহ্র সম্মুখে বিনীত প্রার্থনাকারীরূপে দণ্ডায়মান হইও।

২৪০। এবং যদি তোমরা (শত্রুর ভয়ে) ভীত হও, তবে পদাতিক অথবা আরোহী অবস্থায়ই নমায সম্পন্ন করিও এবং যখন নিরাপদ হও, তখন আল্লাহ্ তোমাদিগকে যেভাবে শিক্ষা দিয়াছেন সেইভাবে তাঁহাকে (নমাযে) স্মরণ করিও, যাহা তোমরা পূর্বে জানিতেন না। এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা মৃত্যু প্রাপ্ত হয় এবং স্ত্রীগণকে রাখিয়া যায়, তাহাদের কর্তব্য অসিয়ত করা, যেন তাহাদের স্ত্রীগণকে এক বৎসর পর্যন্ত গ্রাসাচ্ছাদন দেওয়া হয়। কিন্তু যদি তাহারা (স্বয়ং) বাহির হইয়া যায় এবং তাহাদের নিজেদের সম্বন্ধে বিধি সঙ্গত (বিবাহ) কার্য সম্পন্ন করে, তবে তোমাদের কোন অপরাধ হইবে না এবং আল্লাহ্ প্রবল প্রতাপান্বিত, প্রজ্ঞাময়।

২৪২। এবং 'তালাক প্রদত্তা' নারিগণ অবস্থানুসারে ইদ্দত কালের ভরণ পোষণ পাইবার

অধিকারিণী। (ইহা প্রদান করা) মুত্তাকীদের উপর ফরয।

২৪৩। এই ভাবেই আল্লাহ্ তাঁহার আদেশ নিষেধগুলি পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা বুদ্ধির কাজ কর।

হাদিস

—মুকার্‌রাম মৌলবী মুহাম্মদ মুহিবুল্লাহ্ সাহেব
(মুরব্বী, সিল্‌সিলা আহ্‌মদীয়া)

و عن ابى اسحق قال قال على
و نظر الى ابنه الحسن قال ان ابنى
هذا سيد كما سماه رسول الله
صلى الله عليه وسلم و سيخرج
من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم
يشبهه فى الخلق ولا يشبهه فى الخلق
ثم ذكر قصة يملأ الارض - رواه
ابو داؤد -

হযরত আবু ইস্‌হাক (রা) হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করিতেছেন, "হযরত আলী (রাযিঃ) হযরত হাসানের প্রতি নযর করিয়া বলিলেনঃ 'আমার এই সন্তানটি সৈয়দ, যেভাবে আঁ-হযরত (দঃ) তাহার নাম রাখিয়াছেন। নিশ্চয়ই ইহার ঔরষ হইতে এমন এক ব্যক্তির যাহের হইবেন, যাঁহার নাম তোমাদের নবীর নামে হইবে, চরিত্রের দিক দিয়া তিনি আঁ-হযরত (দঃ)-এর সদৃশ্য হইবেন, শারিরীক গঠনের দিক দিয়া নহে। তারপর, পৃথিবী ন্যায় বিচারে পরিপূর্ণ করিয়া দিবেন—এই কেচ্ছা বর্ণনা করিলেন।" ('অবু দাউদ')

এই হাদিসে নবী করিম (দঃ) হযরত

হাসান (রাঃ)-এর বংশে 'মুহাম্মদ' নামীয় ন্যায় পরায়ণ এক ব্যক্তি যাহের হইবেন বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। ইহা বহু পূর্বেই পূর্ণ হইয়াছে। ইনি আখেরী যমানার ইমাম মাহ্দী নহেন। এ স্থানে একটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক। আঁ-হযরত (দঃ)-এর পর কতক শতাব্দী পর্যন্ত প্রত্যেকের শীর্ষভাগে যে মোজাদ্দেদগণের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশের নামই 'মোহাম্মদ' ছিল। যথা—মোহাম্মদ বিন্ ইদ্রিস শাফেয়ী, মোহাম্মদ বিন্ আলী কারী, মোহাম্মদ আল্-গাজ্জালী, সৈয়দ মোহাম্মদ জৌনপুরী (আলাইহিমুর রহমত)। আবার একাদশ শতাব্দী হইতে যাঁহারা আগমন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের নামই 'আহ্মদ' ছিল। এই সময়ে আমরা 'মোহাম্মদ' নামীয় কোন মোজাদ্দেদ দেখিতে পাই না। যথা—একাদশ হিজরীতে হযরত আহ্মদ সারহান্দী, দ্বাদশ হিজরীতে আহ্মদ শাহ্ অলিউল্লাহ্ দেহলবী, এয়োদশ হিজরীতে সৈয়দ আহ্মদ (বেরয়লবী) (রহমতুল্লাহ্ আলাইহিম্ আজমায়ীন) এবং চতুর্দশ হিজরীতে হযরত আহ্মদ কাদিয়ানী (আঃ)।

এই হিসাবে আখেরী যমানার 'ইমাম মাহ্দীর' নাম কিছুতেই 'মোহাম্মদ' হওয়া সম্ভব-পর ছিল না। হযরত আহ্মদ কাদিয়ানীর (আঃ) আবির্ভাব চতুর্দশ শতাব্দীতে ঘটিয়া হাদীসের কল্পিত মর্মকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছে। 'মোহাম্মদ' ও 'আহ্মদ' নামের তাৎপর্য আমরা যথাস্থানে পরে বর্ণনা করিব—ইন্-শা-আল্লাহ্।

(২)

و عن حذيفة بن اسيد ن الغفارى قال اطلع النبى صلى الله على و سلم علينا و نحن نتذاكر فقال ما تذكرون قال نذكر الساعة قال انها لن تقوم حتى تر و اقبلها عشر ايات فذكر الدخان و الدجال و الدابة و طلوع الشمس من مغربها و نزول عيسى ابن مريم و يا جوج و ما جوج و ثلثة خسوف جسف بالمشرق و خسف بالمغرب و خسف بجزيرة العرب و اخر ذلك نار تخرج من اليمن لطرو الناس الى محشرهم و فى رواية نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس الى المحشر و فى رواية فى العاشرة و ريح تلقى الناس فى البحر رواه مسلم -

হযরত হোযায়ফা বিন্ উসাইদ গেফারী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ "একদা

আমরা 'আস্-সাআত' সম্পর্কে আলোচনা করিতে ছিলাম। এমন সময় আঁ-হযরত (দঃ) আমাদের প্রতি নযর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের আলোচনা করিতেছে?" আমরা বলিলাম, "আস্-সাআত সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি।" তখন তিনি বলিলেন, "উহা কখনও প্রতিষ্ঠিত হইবে না, যে পর্যন্ত না তোমরা দশটি লক্ষণ দেখিতে পাইবে।" তৎপর তিনি বলিলেন: "'দোখান' বা ধূয়াঁ, 'দাজ্জাল', 'দাব্বা', 'সূর্য অস্তমিত হওয়ার স্থানে উদয় হওয়া', ঈসা ইব্‌নে মরয়মের অবতরণ' 'ইয়াজুজ মাজুজ,' তিনটি ভূমিকম্প—পূর্ব দেশে ভূমিকম্প, পশ্চিম দেশে ভূমিকম্প এবং আরব উপদ্বীপে ভূমিকম্প এবং অবশেষে ইমন হইতে এক অগ্নি বহির্গত হইবে—জনগণকে যুদ্ধের মাঠে একত্রিত করিবে।" অপর এক বর্ণনায় আছে, "আদনের প্রান্ত দেশ হইতে বহির্গত হইয়া লোকদিগকে যুদ্ধের মাঠে তাড়াইয়া লইয়া যাইবে।" অপর এক বর্ণনায় দশম লক্ষণ সম্পর্কে বর্ণিত আছে: "এক প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইবে, যাহা লোকদিগকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবে।" ('মুসলিম')

এই হাদিসে রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম 'আস্-সাআত'-এর পূর্বে দশটি লক্ষণ দেখা দিবে বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। 'আস্-সাআত' সম্পর্কে আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, সমাগত নবীর জমাতের বিরুদ্ধবাদিগণের ধ্বংসকে বুঝায়। আবার স্থান বিশেষে আরবদের পতনকেও বুঝায়। এখানে 'আস্-সাআত' মুস্‌লিম জাতির বিজয় এবং ইস্‌লাম বিরোধী শক্তির চরম পতন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এখন আমরা একে একে দশটি লক্ষণ সম্পর্কে বর্ণনা করিব। আলোচ্য হদিসে যে দশটি লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যেভাবে হাদিসে বর্ণিত আছে, সেভাবেই যে সংঘটিত হইবে—তাহা নহে। কারণ, অপর হাদিসে পর পর দুইটি লক্ষণ 'পশ্চিম দেশে সূর্য উদয়' এবং 'দাব্বা' এই দুইটিই একটি অপরাটির পশ্চাতে হইবে বলিয়া উল্লেখ আছে। নচেৎ কোন্ লক্ষণটি যে কোন্‌টির পর হইবে, উাহা হাদিসে নিশ্চিতভাবে উল্লেখ নাই। আবার এই দশটি লক্ষণের অধিকাংশই পূর্ণ হইয়াছে, কতক এখনও পূর্ণ হয় নাই। যে সব লক্ষণ পূর্ণ হইয়াছে, কেবলমাত্র ঐগুলিই আমরা যুগের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করিব।

১। الدخان 'দোখান' অর্থ ধূঁয়া অর্থাৎ ইসলামের বিরুদ্ধ শক্তির পতনের পূর্বে ধূঁয়ার আবির্ভব হইবে। এই ধূঁয়া কি? ইহা দুর্ভিক্ষ বা বাষ্প পরিচালিত জলযান। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি 'দোখান' 'দুভিক্ষ' অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "যখন ক্ষুধার আধিক্য হয়, তখন মানুষ তাহার চোখে

ধূঁয়া ('দোখান') দেখিয়া থাকে।" দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধার তাড়নায় বিশেষ করিয়া ধূঁয়া দেখা বিচিত্র নহে।

আবার 'বাষ্প চালিত জলযান' হওয়াও সম্ভবপর। কেননা আঁ:-হযরত (দ:) কাশ্ ফে যেমন দাজ্জালের গাধাকে রেল গাড়ীরূপে দেখিয়া বর্ণনাকরিয়া ছিলেন, তেমনই সমুদ্রে বাষ্প চালিত জলযানকে দেখিয়াও সাহাবাগণের নিকট বর্ণনা করেন।

২। دجال - دجل - دجالة অর্থ - گروه بزرگ 'বৃহৎ দল' رفقة عظيمة, 'বড় দল' دجل ফেরেব দেওয়া বা ধোকা দেওয়া ইত্যাদি।

অভিধানিক অর্থে দাজ্জালের অর্থ বৃহৎ দল বা বড় দল الدجال رفقة عظيمة تغطى الارض بكثرة اهلها - قيل هى تحمل المتاع للتجارة (تاج العروس)

বিখ্যাত অভিধান 'তাজুল উরূসে' দাজ্জাল অর্থ করা হইয়াছে, বিরাট দল, যাহারা জন বাহুল্য দ্বারা পৃথিবী ঢাকিয়া ফেলিবে।' কেহ কেহ 'দাজ্জালের' অর্থ করিয়াছেন ব্যবসায়ী। পণ্য দ্রব্য বহন করিয়া যাহারা ফিরিবে তাহাদিগকে 'দাজ্জাল' বলা হয়। আবার কেহ কেহ ইহার অর্থ করিয়াছেন, قطران ما ليدن اندام ها كے شتر (منتخب) 'উটের গায়ে আলকাতরা মলিশ করা' ইত্যাদি। হাদিসে আসিয়াছে (যাহা আমরা পরে যথা স্থানে বর্ণনা করিব) "যখন দাজ্জাল বাহির হইবে, তখন তোমরা সুরাহ্ কাহাফের' প্রথম দশ আয়াত পাঠ করিও। তাহা হইলে তোমরা দাজ্জালের অশান্তি হইতে নিরাপদে থাকিবে।" 'সুরাহ্ কাহাফের' প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই

وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا

অর্থাৎ, 'যাহারা আল্লাহ্র পুত্র আছে বলিয়া প্রচার করে, কোরআন তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছে'। এই হাদিস এবং অভিধান মত দাজ্জালের ব্যাখ্যা করিলে খৃষ্টান জাতিই যে দাজ্জাল, ইহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। কেননা খৃষ্টান জাতি হযরত ঈসা (আঃ)কে খোদার পুত্র বলিয়া সারা বিশ্বে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে এবং 'একে তিন' 'তিনে এক' প্রচার দ্বারা এ ভাবে জগৎকে এক বিরাট ধোকায় ফেলিবার চেষ্টায় আছে। এই জাতিরই অপর দল, অর্থাৎ ব্যবসায়ীরা পণ্য দ্রব্য দেশ বিদেশে বহন করিয়া বেড়াইতেছে। উটের গায়ে আলকাতরা মালিশ করার ন্যায় জগতকে প্রকৃত ধর্ম সম্পর্কে ধোকায় রাখিবার চেষ্টাও করিতেছে। এখনও

যদি দাজ্জালকে না পারা চিনিতে যায়, তাহা হইলে তাহাদের সৃষ্টি করা অশান্তি হইতে কি ভাবে নিরাপদে থাকা যাইবে? খৃষ্টান জাতিই যদি 'দাজ্জাল' না হইবার ছিল, তাহা হইলে কেনই বা আঁ-হযরত (দঃ) 'সুরাহ্ কাহাফের' প্রথম দশ আয়াত পাঠ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন?

৩। دابّة الارض। আভিধানিক অর্থ হইল ما يدب على الارض "যাহা ভূমির উপরে চলে, উহাই 'দাব্বা'।" মাটির উপরের সকল প্রাণীই 'দাব্বা'। কিন্তু এখানে প্লেগের কীটকে 'দাব্বা' বলা হইয়াছে। অপর হাদিসও এই অর্থকে সমর্থন করে। আবার রূহানিয়ত হইতে বঞ্চিত আলেমদিগকেও 'দাব্বা' বলা হইয়াছে। কেননা যে সকল আলেম 'নবীর ওয়ারেস' হওয়ার দাবীদার, তাহাদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা না থাকিলে—মাটির কীটই সন্দেহ কি? এই হাদিসে যে دابّة الارض আছে, অপর হাদিসে উহাই دابّة الارض নামেও বর্ণিত আছে। 'দাব্বা' এবং 'দাব্বাতুল আরজ' একই কথা। এ সম্পর্কেও যথাস্থানে আমরা কিছুটা আলোকপাত করিব—'ইন্-শা-আল্লাহ্'।

৪। 'নযুলে ঈসা-ইবনে্ মরয়ম'।

৫। ইয়াজুজ মাজুজ। এই দুইটি বিষয়ও পরবর্তী হাদিসে বর্ণনা করা হইবে।

৬—৯ পশ্চিম দেশে সূর্য উদয় সম্পর্কেও পৃথক ভাবে যথাস্থানে আলোচনা করা হইবে। ثلاثة خسوف তিনটি খস্ফ' অর্থাৎ 'ধ্বসিয়া যাওয়া'—ভূমিকম্পেও ধ্বসিয়া যাইতে পারে, আবার যুদ্ধের কারণেও হইতে পারে। যথা—পূর্বদেশ 'জাপানে' দ্বিতীয় মহা যুদ্ধে এটম বোমা দ্বারা 'নাগাসাকি' এবং 'হিরোসিমা' ধ্বসিয়া গিয়াছে। স্বপ্ন বা কাশফে ধ্বসিয়া যাওয়া দেখিলে মনে করিতে হইবে 'ভীষণ বিপদ বা যুদ্ধ' হইবে। এ হিসাবে আমরা خسوف শব্দের অর্থ 'ভূমিকম্প' করিয়াছি। এটম বোমার ধ্বংশকারিতার মধ্যে বা যুদ্ধের তাণ্ডব লীলার মধ্যেও ভূমিকম্পের সাদৃশ্য দেখা যায়। যাহা হউক, পূর্বদেশ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে। এখন অপর দুইটি পশ্চিম দেশ বা ইউরোপ এবং আরব উপদ্বীপের পালা বাকী রহিয়াছে।

১০। 'ইমন বা অদেনের প্রান্ত দেশ হইতে এক অগ্নি বাহির হইবে।' উহা লোক-দিগকে 'মাহ্শারের' দিকে লইয়া যাইবে।

محشر-এর অর্থ একত্রিত হওয়ার স্থান, বা হাশরের মাঠ। পৃথিবীতে হাশর হওয়ার অর্থই যুদ্ধের মাঠ। মনে হয় ইমন বা আদনের প্রান্ত দেশ হইতে এরূপ বিপ্লবের সৃষ্টি হইবে, যে বিপ্লবে এক মহাসমরের কারণ ঘটিবে। واللّٰه اعلم بالصواب, দশম লক্ষণ সম্পর্কে অপর বর্ণনায় 'প্রবল বায়ুর' উল্লেখ আছে। প্রকৃত পক্ষে, প্রবল বায়ু যুদ্ধই বুঝায়। প্রথমতঃ যুদ্ধ স্থলভাগে আরম্ভ হয়। পরে সমুদ্রেও যুদ্ধ বিস্তৃতি লাভ করে। অথবা ইহার অন্য তাবিলও হইতে পারে। যে ভবিষ্যদ্বাণী এখনও পূর্ণ হয় নাই, উহার যথাযথ তাবিল সম্ভবপর নহে।

●

"পূর্ববর্তীদের গল্প" ?

—ইমাম, জমাতে আহ্‌মদীয়া

[নবীগণের সতর্কবাণীকে 'পূর্ববর্তীদের গল্প' বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা, মৃত্যুর পরপারের জীবনকে উপেক্ষা ও অস্বীকার এবং এ পৃথিবীতেই আল্লাহ্‌র গযব নাযেল হওয়ার নবীগণের ভীতি প্রদর্শনকে অগ্রাহ্য করিয়া ধ্বংস হওয়া নূতন নহে। আমরা এ সম্বন্ধে কোরআন করীমের বক্তব্য হযরত আমীরুল্‌ মুমেনীন খলিফাতুল্‌- মসিহ্‌ সানী (আইয়োদাহুল্লাহুর) কৃত তফসীর হইতে নিম্নে প্রদান করিলাম।—সঃ আঃ]

اذا تتلى عليهم اٰيٰتنا قال اساطير الاولين - (التطفيف ع ١)

"যখন এই প্রকার লোকদের নিকট আমাদের নিদর্শন সমূহ পাঠ করা হয়, তাহারা বলে যে এই তো পূর্ববর্তী লোকদের বর্ণিত কিছু কথা মাত্র।" ['সূরাহ্‌ তাৎফিফ,' ১৪ আয়েত]

শব্দ তত্ত্ব :—

اساطير ('আসাতিরুন') বহুবচন। এক বচনে :

(১) الاستار (আল্-এস্তার)

(২) والاستار (ওয়াল্-উস্তার)

(৩) والاسطير ('ওয়াল্-উস্তির')

(৪) ما يسطر اى يكتب (মা ইয়ুস্তার আই ইয়াক্তুব্)

অর্থাৎ, 'যাহা লিখিত হয়' ['আক্রাবুল্ মুওয়ারেদ'] সুতরাং, বহুবচনে اساطير অর্থ 'লিখিত বাক্যাবলী'।

و تستعمل فى الحديث لا نظام له

অর্থাৎ "সাধারণ ব্যবহারে اساطير ('আসাতির') 'অসংলগ্ন কথা সমূহকে' বলা হয়।" সেইরূপ, ইহার এক অর্থ 'কাহিনী' সমূহ। ['আক্রাবুল্ মুয়ারিদ'] ইংরাজীতে এই শব্দটিই *story* শব্দে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং স্পেনিশ হইতে বদলাইয়া ইংরাজীতে প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং এই আয়েতের অর্থ হইল, "যখন তাহার নিকট আমার আয়াতগুলি পাঠ করা হয় (অর্থাৎ 'অত্যন্ত সীমালঙ্ঘনকারী ও মহাপাপীদের নিকট) তখন সে বলে ইহা তো পূর্ববর্তী লোকদের নিকট হইতে নকল করা কতকগুলি অসংলগ্ন কথা মাত্র।" সুতরাং, অভিধানিক গবেষণা মতে ইহার অর্থ (১) 'পূর্ববর্তী লোকদের নিকট হইতে লিখিত', অর্থাৎ 'নকল করা কিছু কথা' (এই অর্থ يكتب হইতে) গৃহীত (২) 'পূর্ববর্তী লোকদের সম্বন্ধে কতকগুলি অসংলগ্ন উক্তি'। (৩) 'পূর্ববর্তীদের গল্প গুজব'।

তফসীর :

কোরআন করীমে اساطير الاولين (আসাতিল্-আওয়ালীন) সংক্রান্ত অপবাদ ৯ (নয়) জায়গায় বর্ণিত হইয়াছে :—

(১) 'সুরাহ্ আন্ আন্আম,' ৩য় রুকু,

(২) 'আন্কাল্ রুকু' ৪,

(৩) 'নহল,' রুকু ৩,

(৪) 'মুমেনুন,' রুকু ৫,

(৫) 'ফুরকান,' রুকু ১

(৬) 'নমল,' রুকু ৬,

(৭) 'আহ্কাফ,' রুকু ২,

(৮) 'নুন ওয়াল্ কলম,' রুকু ১ এবং

(৯) 'তাৎফিফ,' প্রথম রুকুতে।

১। 'সুরাহ্ আন্আমে' প্রথমে আহ্লে-কেতাবগণের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তারপর, কফেরদের কথা বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর বলা হইয়াছে :

حتى اذا جاءوك يجادلونك
يقول الذين اكفروا ان هذا الا
اساطير الاولين - ٣٤

["(তাহাদের অবস্থা) এ পর্যন্ত (গড়াইয়াছে)

যে, যখন তাহারা তোমার নিকট আসে, তোমার সহিত ঝগড়া করে। কাফের বলে : ইহা (কোরআন) শুধু পূর্ববর্তীদের কাহিনী।" ৬ : ২৬]

২। 'সুরাহ্ আন্‌ফালে' আছে :—

و اذا تتلى عليهم اتينا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين - ع ٣

["এবং যখন তাহাদের নিকট আমাদের আয়াত পমূহ পাঠ করিয়া শোনান হয়, তাহারা বলে : ('বাস্, বাস্) আমরা তোমাদের কথা শুনিয়াছি। আমরা ইচ্ছা করিলে আমরাও এই প্রকার বাক্য তৈরী করিয়া উপস্থিত করিতে পারি। ইহা (কোরআন) তো শুধু পূর্ববর্তীদের কথা'।" ৮ : ৩২]

৩। 'সুরাহ্ নহলে' আছে।

و اذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين - ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة و من اوزار الذين يضلونهم بغير علم - الا ساء ما يزرون - ع ٣

["এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় যাহা (যে বাণী) তোমাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা প্রভু অবতীর্ণ করিয়াছেন কেমন (মহান), তখন তাহারা বলে (যে) 'ইহা খোদা তা'লার বাণী নহে। পূর্ববর্তী লোকদের গল্প'। (এই প্রবঞ্চনার ফলে) তাহারা কিয়ামতের দিন তাহাদের বোঝাও সম্যক বহন করিবে এবং ঐ মূর্খদের বোঝাও, যাহাদিগকে তাহারা পথ-ভ্রষ্ট করিতেছে। শোন, তাহারা যে বোঝা বহন করিতেছে, তাহা একান্তই মন্দ।" ১৬ : ২৫ :—২৬]

৪। 'সুরাহ্ মুমেনুনে' আছে :

قالوا ء اذا متنا و كنا ترابا و عظاما ء انا لمبعوثون - لقد وعدنا نحن و اباؤنا هذا الا اساطير الاولين - ع ٥

["তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা যখন মরিব, মাটি হইব এবং হাড় হইব, তখন কি আমরা পুনরুত্থিত হইব? ইতিপূর্বে এই কথারই অঙ্গীকার আমাদের সহিত এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণের সহিত করা হইয়াছিল (কিন্তু তদ্রূপ হয় নাই)। ইহা তো শুধু পূর্ববর্তী লোকদের উপকথা'।" ২৩ : ৮৩-৮৪]

৫। 'সুরাহ্ ফুরকানে' আছে :—

و قال الذين كفروا ان هذا الا افك - افتراه و اعانه عليه قوم - فقد جاءو ظلما و زورا -

و قالوا اساطير الاولين اكتتبها فهی
تملی عليه بكرة و اصيلا - ع।

["এবং কফেরগণ বলে : 'ইহা তো একটা মিথ্যা কথা, যাহা সে তৈরী করিয়াছে এবং ইহা তৈরী করাতে আরো এক জাতি ইহার সাহায্য করিয়াছে।' অতএব, তাহারা (এই কথা বলিয়া) অতি বড় মিথ্যা কথা বলিয়াছে। এবং তাহারা বলে : 'এই (কোরআন) তো পূর্ববতীদের কথা, যাহা সে (কাহারো দ্বারা) লিখাইয়াছে এবং সকাল সন্ধ্যা তাহার নিকট ইহা পাঠ করিয়া শোনান হয়, (যাহাতে ভালরূপে এই কোরআন লিখিয়া নেয়)।" ২৫ : ৫-৬]

৬। 'সূরাহ্ নমলে' আছে :—

و قال الذين كفروا ءاذا كنا ترابا
و اباؤنا ائنا لمخرجون - لقد وعدنا
هذا نحن و اباؤنا من قبل ان هذا
الا اساطير الاولين -

["এবং কাফেরগণ বলে : 'আমরা এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ যখন মাটিতে পরিণত হইব, তখন কি আমরা আবার মাটি হইতে পুনরুজ্জীবিত হইয়া বহিষ্কৃত হইব? আমাদের এবং আমাদের পূর্ব-পুরুষদের সহিত ইতিপূর্বে এই প্রকারেই ওয়াদা করা হইয়াছিল, কিন্তু ইহা শুধু পূর্ববর্তীদের গল্পগুজব, যাহা কখনো পূর্ণ হয় নাই'।" ২৭ : ৬৮-৬৯]

৭। 'সূরাহ্ আহ্‌কাফে' আছে :—

والذی قال لوالديه اف لكما اتعدانني
ان اخرج و قد خلت القرون من
قبلی - و هما يستغيثن الله ويلك امن
ان وعد الله حق - فيقول ما هذا الا
اساطير الاولين - ع

["এমনও মানুষ আছে যে, তাহার মাতা-পিতাকে বলেঃ 'তোমাদের প্রতি আক্ষেপ! তোমরা কি আমাকে নিশ্চিতরূপে এই সংবাদ দিতেছ যে, আমাকে জীবিত করিয়া মাটি হইতে বাহির করা হইবে? শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছে, (কিন্তু তাহাদের মধ্যে হইতে কোন মানুষ পুনরুজ্জীবিত হইয়া প্রত্যাগমন করে নাই')। এবং (তাহার মাতাপিতা) উভয়েই আল্লাহ্‌-তা'লার নিকট অভিযোগ করেঃ 'বৎস, তোমার প্রতি অক্ষেপ! খোদার উপর ঈমান আন। আল্লাহ্‌র ওয়াদা নিশ্চয় পূর্ণ হইবে'। ইহাতে সে তাহাদিগকে বলেঃ 'এই তো শুধু পূর্ববর্তী লোকের গল্প।" ৪৬ : ১৮]

৮। 'সূরাহ্ নুন ওয়াল্-কলমে' আছে :

اذا تتلى عليه اياتنا قال
اساطير الاولين - ع।

করিবার জন্য উপস্থিত হইতে লাগিলেন। যখনি কোন সাহাবী আসিতেছিলেন, তিনিই ইতিপূর্বে তাহাদের বা তাহাদের পিতার, বা পিতামহের কৃতদাস ছিলেন এবং তাহারা তাঁহার নিকট হইতে কত পরিশ্রমের কার্য গ্রহণ করিত! হযরত উমর (রাযিঃ) তখন মক্কার ঐ সকল সম্ভ্রান্ত পরিবারের ব্যক্তিগণকে বলিতেন, "তাঁহার জন্য জায়গা কর।" এই প্রকারে সরিতে সরিতে ঐ যুবকগুলি জুতা রাখার স্থানে পৌঁছিলে ক্ষুণ্ণ মনে বাহির হইয়া গেল। বাহিরে আসিয়াও তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল, "আজ আমাদের কতই অবমাননা হইয়াছে!" তাহাদের মধ্য সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান যুবকটি বলিল, "এই লাঞ্ছনার কারণ কি? ইহা আমাদের বাপ দাদার কর্ম ফলেই হইয়াছে। তাঁহারা বিরুদ্ধাচরণ না করিলে এবং ইস্‌লামের জন্য ইঁহারা কুরবানী করিবার সুযোগ না পাইলে, ইঁহারা কিরূপে সম্মান লাভ করিতেন এবং আজ আমাদের কেন এই লাঞ্ছনা হইত?" এই বিষয়ই 'সুরাহ্ আন্‌আমে' বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সকল ব্যক্তি বলিবে, "হায়রে, যদি আমরা বিরুদ্ধাচরণ না করিতাম!" কিন্তু তখন এই আফসোসে কোন ফল হইবে না।

'সুরাহ্ আন্‌ফালে' ভবিষ্যদ্বাণী প্রসঙ্গ নয়। সেখানে শিক্ষার প্রতিযোগিতা হইল প্রসঙ্গ। এই জন্য তাহারা বলিত,

لو نشاء لقلنا مثل هذا

"ইহা তো পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের নকল মাত্র। আমরা ইচ্ছা করিলে আমরাও এরূপ বলিতে পারি।"

'সুরাহ্ নহলেও' ইহাই প্রসঙ্গ। পূববর্তী লোকদের কথা নকল করা হয় মাত্র। কারণ, সেখানে বলা হইয়াছে,

واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين -

[অর্থাৎ "যখন তাহাদিগকে বলা হয়, তোমাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা প্রভু যে বাণী অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাহা কত মহান, তখন তাহারা বলে যে, ইহা তো পূর্ববর্তীদের কথার নকল মাত্র।"] এই জন্য আল্লাহ্-তা'লা তাহাদের মনোযোগ করিতে বলিতেছেন, অনুকরণই হউক, কিন্তু মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ ভালদের অনুকরণ করিতেছেন এবং তোমরা কুলোকের অনুকরণ করিতেছ। কারণ, পরে বলা হইয়াছে,

قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم -

["তাহাদের পূর্ববর্তীরাও পরিকল্পনা করিয়াছিল, কিন্তু আল্লাহ্-তা'লা তাহাদের প্রাসাদের একেবারে ভিত্তির উপর উপস্থিত হন।" ১৬ঃ২৭]

এই প্রকার কথা পূর্ববর্তী লোকগণও বলিত। অবশ্য, তোমরা বল যে মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম মুসার অনুকরণ করিতেছেন, বা ইব্‌রাহীমের অনুকরণ করিতেছেন, বা অন্য কোন নবীর অনুকরণ করিতেছেন। ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি মুসা, বা ইব্‌রাহীমের অনুকরণ করেন। কিন্তু তোমরা তোমাদের কর্মগুলি দেখ। তোমরা তাহাই করিতেছ, যাহা ফিরআওন করিয়াছিল, মুসার ও ঈসার শত্রুগণ করিয়াছিল, বা নূহের শত্রুগণ করিয়াছিল। সুতরাং, পূর্ববর্তীরা যেমন বিরুদ্ধাচরণ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তোমরাও তাহাদের অনুকরণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কিন্তু মুহম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের বিরুদ্ধে তো ঐ সকল ব্যক্তিগণের অনুকরণের অভিযোগ, যাঁহারা খোদা-তা'লার দরগাহে 'গৃহীত' ছিলেন। এখানে কিয়ামতেরও প্রসঙ্গ আছে এবং ঐ সঙ্গেই তৌহীদের শিক্ষার প্রসঙ্গও আছে। তারপর, বলা হইয়াছে যে, 'তৌহীদ' এবং 'কিয়ামত' সম্বন্ধে মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম যে শিক্ষা দেন, তোমরা নিঃসন্দেহে উহাকে 'অনুকরণ' বল, কিন্তু এই শিক্ষাই মুসা ও ঈসা দিয়াছেন। তোমরা এই শিক্ষার বিরুদ্ধাচারিতা করিতেছ। এইজন্য তোমাদের দৃষ্টান্ত তাহাই, যাহা ফরীশী, ধর্মাযাজক এবং নিমরোদ ও শাদ্দাদ প্রভৃতির ছিল। অনুকরণকারী অবশেষে তাহারই সহিত থাকিবে, যাহার অনুকরণ সে করে। অতএব, তোমাদের আনন্দ করিবার কি আছে?

'সুরাহ্ মুমেনুন' হইতে পরিষ্কার জানা যায় যে, সেখানে প্রসঙ্গ 'পারত্রিক কিয়ামত'। কাফের বলে: কিয়ামতের কথা পূর্ববর্তী লোকগণও বলিত। কিন্তু এখনো আসে নাই। যখন পূর্ববর্তীরাও ইহার কথা বলিত, এবং তাহাদের কথায় কিয়ামত উপস্থিত হয় নাই, সুতরাং, তোমাদের কথায় কিরূপে উপস্থিত হইবে?' আল্লাহ্-তা'লা ইহার উত্তর দিয়াছেন খোদা মহাশক্তিমান, মহিমাময়। 'কিয়ামত উপস্থিত হয় নাই" বলার দুইটি অর্থই হইতে পারে। এক খোদা কিয়ামত উপস্থিত করিতে পারেন না। দ্বিতীয়, কিয়ামত এ যাবত উপস্থিত হয় নাই কেন? খোদা-তা'লা বলেন যে, খোদা-তা'লার কাজ তোমাদের সম্মুখে বিরাজমান। তাহা দেখিয়া তোমরা বলিতে পার না যে, 'কিয়ামত' উপস্থিত হইতে পারে না। বাকী রহিল, কিয়ামত উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং, যখন উপস্থিত হওয়ার, হইবে। এখন পর্যন্ত উপস্থিত হয় নাই, এ কি প্রশ্ন? যথাসময়ে ইহা পূর্ণ হইবে।

'সুরাহ্ মুমেনুনের' আয়েতের পূর্বে কিয়ামতের ওয়াদারও প্রমাণ পাওয়া যায় এবং যাহারা বলে যে শুধু এই পৃথিবীতে কিয়ামতের কথা কোরআন করীমে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদেরও খণ্ডন হয়। কারণ, এই পৃথিবীর কিয়ামতের ওয়াদাও কোরআন করীমে আছে। কিন্তু তাহারা বলে যে,

لقد وعدنا نحن و اباؤنا هذا من
قبل ان هذا الا اساطير الاولين -

["ইতিপূর্বে ইহাই আমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল,—আমাদিগকেও আমাদের পূর্ব পুরুষগণকেও। ইহা প্রাচীন কালের লোকদের গল্প-গুজব ছাড়া কিছুই নয়।" ২৩ : ৮৪]

অতএব, তাহারা তাহাদের পূর্ব পুরুষদের কথাও উত্থাপন করে। ইহা 'অপর কিয়ামতকেই' বুঝায়। 'কোরআন করীম' এই বলে না যে, মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনের কোনই ওয়াদা ছিল না। তোমরা ভুল বলিতেছ। এই নয় যে 'কিয়ামতে কুব্‌রা' (মহাপুনরুত্থান) সম্বন্ধে কোন অঙ্গীকার ছিল না। তোমরা ভুল বলিতেছ। বস্তুতঃ, কোরআন করীম তাহাদের আপত্তি এক দিকে স্বীকার করে যে, এই প্রকার অঙ্গীকার ছিল। অন্য দিকে এই বলিয়া ইহার খণ্ডন করে যে খোদা-তা'লার বাণীতে এই কথা আছে এবং খোদা মহা শক্তিশালী, মহিমাময়। সুতরাং, যথা সময়ে ইহা পূর্ণ হইবে।

'সুরাহ্ ফুরকানের' আয়েত হইতে জানা যায় যে, সেখানে প্রসঙ্গ শিক্ষা। অভিযোগ 'প্রাচীন শিক্ষার নকল' উপস্থিত করা হইয়াছে। আল্লাহ্-তা'লা ইহার উত্তর দিয়াছেন কোরআন করীম যে শিক্ষা উপস্থিত করে, উহাতে বিশ্ব রহস্য ও প্রকৃতির রহস্য নিহিত আছে। আকাশের রহস্য এবং পৃথিবীর রহস্য উভয়ই ইহাতে খোলা হ'য়াছে। অর্থাৎ, বান্দার প্রতি খোদার ব্যবহার এবং খোদার প্রতি বান্দার ব্যবহার বিষয়ে ইহাতে সম্যক আলোকপাত করা হইয়াছে। বিভিন্ন অবস্থায় বান্দা যে প্রকৃতির পরিচয় দেয়, তাহাও এই শিক্ষায় দেদীপ্যমান। তারপর, এই শিক্ষায় সব রকমের প্রকৃতির পরিচিতি বর্ণিত হইয়াছে। আরব, ভারত, আমেরিকা, ইয়ুরোপ—এক কথায়, সব দেশেরই মানুষের প্রকৃতির যাবতীয় প্রয়োজনের উপকরণ ইহাতে আছে। পক্ষান্তরে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়া থাকুক বা নাই থাকুক, বান্দাগণের সহিত খোদা-তা'লার যত রীতি আছে, ইহাতে বর্ণিত আছে। সুতরাং, তোমরা ইহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ শিক্ষাকে 'নকল' বলিতেছ? পূর্ববর্তী এমন কোন শিক্ষা আছে, যাহার মধ্যে এই সমস্ত বিষয় পাওয়া যায়? পূর্ববর্তী কেতাবগুলির পথ প্রদর্শনের গণ্ডী অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ছিল। ঐগুলি সাময়িক শিক্ষা ছিল এবং শুধু এক একটি অঞ্চলের জন্য ছিল। সমগ্র বিশ্বের জন্য ছিল না। এই জন্যই ঐ সকল কেতাবে সর্ব প্রকার প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় নাই। তৌরাতে শুধু ইহুদী জাতির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। অন্য কোন জাতির প্রতিই লক্ষ্য রাখা হয় নাই। সেই প্রকারই, সর্ব কালের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় নাই। কিন্তু কোরআন সর্ব জাতি এবং সর্ব

যুগের জন্য কেতাব। ইহা ইহুদীদের জন্য ইহা খৃষ্টানদের জন্য, ইহা মুসলমানদের জন্য ইহা হিন্দুদের জন্য, ইহা ইয়ুরোপিয়ানদের জন্য, চীনাদের জন্য, ইহা জাপানীদের জন্য— এক কথায়, ইহা সভ্য অসভ্য সকলেরই জন্য। বস্তুতঃ, এমন কোন জাতি নাই, যাহাদের পথ প্রদর্শনের জন্য কোরআন অবতীর্ণ হয় নাই। এমন কোন যুগ নাই, যখন কোরআনের প্রয়োজন অস্বীকৃত হইতে পারে। এই জন্যই আল্লাহ্-তা'লা কোরআন করীমে একান্তই সর্বাঙ্গীন পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, যাহা সর্ব প্রকৃতি সাপেক্ষ এবং সর্ব যুগেই পালনের যোগ্য। যেহেতু ইহাই কোরআন করীমের মহাসম্মানিত অবস্থা, অতএব এই সকল ব্যক্তি কিরূপে বলিতে পারে যে, এই কোরআন পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলি হইতে নকল করা হইয়াছে?

'সুরাহ্ নমলে' বলা হইয়াছে:

و قال الذين كفروا ء اذا كنا
ترابا و اباؤنا ء انا لمخرجون - لقد
وعدنا هذا نحن و اباؤنا من قبل
ان هذا الا اساطير الاولين -

[অনুবাদ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। ৬ষ্ঠ উদ্ধৃতি, ১২ পৃঃ দ্রষ্টব্য —সঃ আঃ

এই আয়েতের প্রসঙ্গও 'সুরাহ্ মুমেনুনের' ন্যায়ই বর্ণিত হইয়াছে। সেখানেও বলা হইয়াছিল:—

قالوا ء اذا كنا ترابا عظاما ء
انا لمبعثون - لقد وعدنا نحن و اباؤنا
هذا من قبل ان هذا الا اساطير
الاولين -

[অনুবাদ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। ৪র্থ উদ্ধৃতি ১১ পৃঃ দ্রষ্টব্য —সঃ আঃ]

সুতরাং, 'সুরাহ্ মুমেনুনে' বর্ণিত বিষয়ই ঈষৎ পরিবর্তনক্রমে 'সুরাহ্ নমলে' বর্ণিত হইয়াছে। এখানেও আল্লাহ্-তা'লা তাহাদের আপত্তি খণ্ডন করেন নাই। বরং

سيروا في الارض فانظروا كيف كان
عاقبة المجرمين - (نمل ع ٧)

["ভূ-পর্যটন কর এবং দেখ যে অপরাধী-দিগের পরিণাম কেমন (ভীষণ) হইয়াছে।" ২৭:৭০] বলিয়া সেই জবাবই দেওয়া হইয়াছে, যাহা 'সুরাহ্ মুমেনুনে' দেওয়া হইয়াছিল। আপত্তিটিকে শুদ্ধ স্বীকারক্রমে ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে যে, ইহলৌকিক কিয়ামত ও পারত্রিক পুনরুত্থান (ইয়াওমুল্-আখের) উভয়েই পরস্পর 'নিমিত্ত কারণের' শৃঙ্খলে আবদ্ধ। যখন ইহা হইয়াছে, তখন সুনিশ্চিত জানিও উহাও হইবে।

সপ্তম আয়েত 'সুরাহ্ আহ্কাফের'।

উহাতে আছে :

فيقول ما هذا الا اساطير الاولين

["তাহারা বলে যে, ইহা পূর্ববর্তীদের উপকথা মাত্র —সঃ আঃ] কিন্তু ইহার পূর্বে আছে :

والذى قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت من قبلى وهما يستغيثن الله ويلك امن ان وعد الله حق -

[অনুবাদ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে প্রবন্ধের শুরুতে ৭ম উদ্ধৃতি, ১২পৃঃ দ্রষ্টব্য। —সঃ আঃ]

এখানেও মহাপুনরুত্থানের কথাই বলা হইয়াছে। উহা অস্বীকার পূর্বক কাফেরগণ বলে যে, "পূর্ববর্তীরাও বলিত যে, 'কিয়ামত আসিবে', 'কিয়ামত আসিবে' এবং তোমরাও উহারই পুনরাবৃত্তি করিতেছে।"

অষ্টম আয়েত 'সুরাহ্ নুনও য়াল্ কলমের।' ইহাতে কাফেরদিগের পক্ষ হইতে ভবিষ্যদ্বাণী অস্বীকার করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, পূর্ববর্তী নবীগণের কথা হইতে অন্যায়ভাবে সুযোগ নিয়া তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করা হয়। আল্লাহ্-তা'লা ইহার উত্তর দিয়াছেন, যখন কার্যতঃ তাহাদের উপর আযাব উপস্থিত হইবে, তখন তো তাহারা বলিবে না যে, পূর্ববর্তী নবীগণের ঘটনাবলী দ্বারা তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করা হয় মাত্র। তখন তো তাহারা জানিতে পারিবে যে এই গুলিও ভবিষ্যদ্বাণী। নকল কি প্রকারে হইল? যখন তাহাদের নাসিকায় লাঞ্ছনার দাগ লাগিবে, তাহাদের উপর আসমান হইতে আযাব নাযেল হইবে, তাহারা পৃথিবীতে একেবারেই তুচ্ছ ও হীন হইয়া পড়িবে, এবং ইস্‌লাম উন্নতি লাভ করিবে, তখন তাহারা বুঝিতে পারিবে যে পূর্ববর্তী লোকগণের কাহিনী?— না, ভবিষ্যদ্বাণী?

নবম আয়েত, এখনকার আলোচনাধীন 'সুরাহ্ তৎফীফের' আয়েত। ইহাতে উপরোক্ত তিন কথার আলোচনা রহিয়াছে—'শিক্ষা,' 'নিকটবর্তী' ও 'দূরবর্তী' পুনরুত্থান এই তিন বিষয়েরই। এই বিষয়গুলিকে তাহারা ভ্রান্তি বলিয়া নির্দেশ করে এবং বলে যে এ গুলি পুরাতন শিক্ষা, বা প্রাচীন উপকথা। প্রাচীন কালেও এই প্রকারেই ভয় প্রদর্শন করা হইত। কিন্তু হয় নাই কিছু। আল্লাহ্-তা'লা বলেন যে, 'নিকটবর্তী পুনরুত্থান' ও 'দূরবর্তী পুনরুত্থান' উভয় প্রকারে পুনরুত্থানই হইবে এবং অনুকরণের অভিযোগ সত্য নয়। কারণ, অনুকরণ তো তাহারাও করে। এই জন্য "ইন্না কেতাবাল-ফুজ্জারে লাফি সিজ্জীন" ["দুষ্টদের শেষ বিচার অটলনীয়" —সঃ আঃ] বলিয়া স্পষ্ট জানান হইয়াছে যে, পূর্ববর্তী নবীগণের শত্রুদের অবস্থাকে মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের সময়কার কুফ্‌ফারের সহিত মিলাইয়া

দেখিলে প্রতীত হয় যে, উহাদেরই অবস্থা ইহাদেরও ভাগ্যের লিখন হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং, দুষ্টগণ যাহা করিতেছে, তাহা পূর্ববর্তী নবীগণের কেতাবে পাওয়া যায়। অনুকরণ তো ইহারাও করে—কিন্তু 'সিজ্জীনের'; এবং মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামও অবশ্যই অনুকরণই করেন—কিন্তু 'ইল্লিয়ীনের'। মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্র কর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তোমরা তাহা মুসা, ঈসা, ইব্রাহীম, 'নূহ এবং অন্যান্য নবীগণের মধ্যে দেখিতে পাইবে। সোজা কথা, সাধু সাধুর অনুকরণ করেন এবং দুষ্ট দুষ্টদের পিছনে চলে। সুতরাং, এই অভিযোগ বৃথা। ইহাতে এই উত্তর দেওয়া হইয়াছে যে, নকল করাও তো সহজ নয়। কি কারণে মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম তো মুসার অনুকরণ করেন, ঈসার অনুকরণ করেন, ইব্রাহীমের অনুকরণ করেন, কিন্তু তোমরা কর না? তোমরা বল যে, তিনি অনুকরণ করিতেছেন, তোমরা কর না কেন? কিন্তু তোমরা 'সিজ্জীনবাসীদের' অনুকরণ কর এবং মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম 'ইল্লীনবাসীগণের' অনুকরণ করেন, এবং ইহাই মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের একটি বিশেষ গুণের পরিচায়ক। ইহা অভিযোগের বিষয় নহে। এই প্রশ্নের আরো একটি উত্তর দেওয়া হইয়াছে 'সুরাহ্ ফুরকানে।'

উপরে বর্ণিত প্রত্যুত্তরগুলি হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, কুফ্ফার "পূর্ববর্তীদের গল্প"—এই উক্তি আপত্তি হিসাবে তিন ক্ষেত্রে ব্যবহার করিত। এক, 'কিয়ামত' অস্বীকার করিবার সময়। অর্থাৎ, যখনি কিয়ামতের কথা বলা হইত, তাহারা বলিত পূর্ববর্তী লোকেরা মিছামিছি এই প্রকার ভয় প্রদর্শন করিত, তোমরাও এই মিথ্যা ভয়ই দেখাও। পূর্ব-বর্তীদের কথা ভ্রান্ত। এখন পর্যন্ত 'কিয়ামত' হয় নাই। এই ক্ষেত্রে কাফেরগণ পূর্ব-বর্তীদিগকেও মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিত এবং মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামকেও মিথ্যাবাদীই বলিত। পূর্ববর্তীদের কথাও পূর্ণ হয় নাই এবং তাঁহার বাক্যও সফল হইবে না।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কুফ্ফার "আসাতিরুল্-আওয়ালীন" ('পূর্ববর্তীগণের গল্প') বলিয়াই অভিযোগ করিত। যখনি নিকটবর্তী পুনরুত্থান নিয়া তাহাদের কাছে আলোচনা করা হইত, যখনি ইস্লামের উন্নতি ও ইহার প্রাধান্যের বিষয় নিয়া আলোচনা চলিত এবং বিরুদ্ধবাদিতা ব্যর্থ হওয়া সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইত, তখনি তাহারা "পূর্ববর্তীদের কথা কথা" বলিয়া তাহা উড়াইয়া দিত। কিন্তু এ স্থলে তাহারা পূর্ববর্তীদিগকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন না করিয়া এই বলিত যে পূর্ব-বর্তী সাধু পুরুষগণের জীবন দৃষ্টান্ত তোমরা তোমাদের জন্য ব্যবহার করিয়া তদ্বারা লোকদিগকে প্রভাবান্বিত

করিবায় চেষ্টা করিতেছ—অথচ, তোমরা ঐ প্রকার ব্যবহার কখনও পাইবে না। কারণ, তাঁহারা ছিলেন সত্যবাদী এবং তোমরা হইতেছ মিথ্যাবাদী। ইহা এমনি কথা, যেন আজকাল গয়ের-আহ্‌মদীগণের তরফ হইতে বলা হয় যে, তোমরা মীর্যা সাহেবের সত্য প্রমাণের জন্য হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালামের নাম নেও কেন? তোমরা রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের দৃষ্টান্ত উপস্থিত কর কেন? তোমাদের সহিত কোন যোগ-সূত্র আছে কি যে, ঐ কারণে তোমরা পূর্ববর্তী সাধু পুরুষগণের দৃষ্টান্ত দেওয়া আরম্ভ কর এবং বল যে, মুসাও এই প্রকারই করিয়াছিলেন, ঈসাও এই প্রকারই করেন এবং মুহাম্মদ রসুলল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহেস্ সালামও এইরূপই করিয়াছিলেন? রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লামের সময়কার বিরুদ্ধবাদীরাও ইহাই করিত। তাহারাও বলিত যে, তোমরা তো লোককে ভয় দেখানের জন্য পূর্ববর্তী সাধুগণের জীবনের দৃষ্টান্তগুলি তোমাদের উপর খাটাইতে চাও। অথচ, তোমাদের সহিত ঐ প্রকার ব্যাপার ঘটবার নয়। তাঁহারা ছিলেন সত্যবাদী এবং তোমাদের দাবী (নাউযুবিল্লাহ্) মিথ্যা।

"আসাতিরুল্-আওয়ালীন" (পূর্ব-বর্তীগণের নকল") এই অভিযোগের তৃতীয় ক্ষেত্র তখন উপস্থিত হইত, যখন কাফেরগণ দেখিতে পাইত যে, ইস্‌লামের শিক্ষার সামঞ্জস্য পূর্ববর্তী নবীগণের সহিত আছে এবং তাহারা বলিত যে, ইহা তো পূর্ব-বর্তিগণের কথার অনুকরণ বটে। দৃষ্টান্তস্থলে, যখন দেখিত যে, কোরআন করীমে কোন শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং ঐ শিক্ষাই তাহারা হযরত মুসা, বা হযরত ঈসার কেতাবেও দেখিতে পাইত, তখন তাহারা বলিত যে, "পূর্ববর্তী মহাপুরুষগণেরই শিক্ষার নকল তোমরা উপস্থিত করিতেছ। তোমাদের ইহাতে কোনই বিশেষত্ব নাই।" অন্য কথায়, ইস্‌লামী শিক্ষার সৌন্দর্য তাহারা স্বীকার করিত—এই শিক্ষা উপস্থিতকারীদের মাহাত্ম্যও তাহারা স্বীকার করিত, কিন্তু রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের দাবী অস্বীকার করিত, শুধু এই জন্য যে নকল করায় কাহারো মাহাত্ম্য প্রকাশ পায় না। তাহারা বলিত, যদিই তোমরা মুসার শিক্ষার নকল করিতেছ, কিংবা ঈসার শিক্ষা নকল করিতেছ, তবে ইহা দ্বারা কিরূপে প্রমাণিত হইবে যে, তোমাদের দাবী সত্য? বস্তুতঃ, এই তিন স্থলেই আপত্তিগুলি পৃথক এবং পৃথক পৃথক অর্থে কাফেরগণ এই যুক্তি দ্বারা সফলতার চেষ্টা করিত। কখনো তাহারা "আসাতিরুল্-আওওয়ালীন" কহিয়া এই বুঝাইবার চেষ্টা করিত যে, কোরআন করীম পূর্ব-বর্তীদের উপকথাগুলির অনুকরণ। কখনও বলিত

যে, ইহা পূর্ববর্তীদের সম্বন্ধে বেখাপ্পা বাক্যাবলী। এম্নি ঐ সকল নবীর ঘটনাবলী নিজের উপর প্রয়োগের চেষ্টা করা হইতেছে। কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। তারপর, কখনও তাহারা এই অর্থে "আসাতিরুল্ আওওয়ালীন" বলিত যে, ইহা পূর্ববর্তীদের 'লিখত কথা'। অর্থাৎ, যে শিক্ষা উপস্থিত করা হইতেছে, তাহা উহাই যাহা মুসা, ঈসা, বা অন্যান্য নবীগণ দিয়াছেন—কোন নূতন শিক্ষা ইহাতে নাই।

'কিয়ামত অস্বীকারের' সময় যখন তাহারা ইহা বলিত, তখন মনে করিত যে পূর্ববর্তী লোকগণও এই প্রকার গল্প সৃষ্টি করিতেন। তোমরাও ঐ প্রকার কথা বলাই আরম্ভ করিয়াছ। পূর্ববর্তীদের বলায় ও 'কিয়ামত' আসে নাই এবং এখনো 'কিয়ামত' হইবে না। তাঁহারাও মিছামিছি ভয় প্রদর্শন করিতেন এবং তোমরা মিছামিছি ভয় প্রদর্শন করিতেছ। অন্য কথায়, তাঁহারাও মিথ্যাবাদী এবং তোমরাও মিথ্যাবাদী।

যখন তাহারা এই অভিযোগ করিত যে পূর্ববর্তীগণ সম্বন্ধে বেখাপ্পা কথা বলা হয়, তখন তাহারা "আসাতিরুল্ আওওয়ালীন" দ্বারা এই বুঝাইতে চাহিত যে, কথাগুলি তো সত্য এবং পূর্ববর্তী সাধু ব্যক্তিগণ তো সত্যবাদী ছিলেন, কিন্তু তোমরা এম্নি ঐ সকল কথা তোমাদের সহিত খাপ খাওয়াইতে চাহিতেছ। তাঁহারা ছিলেন সত্যবাদী এবং তোমরা হইতেছ মিথ্যাবাদী।

বস্তুতঃ, কাফেরগণ এই তিনটি আপত্তি "আসাতিরুল্ আওওয়ালীনের" তিন অর্থেই করিত। কোরআন করীম ইহাদের পৃথক পৃথক উত্তর দিয়াছে। এখানে 'শিক্ষা' 'মৃত্যুর পর পুনরুত্থান' এবং 'জাতীয় পুনরুত্থান' প্রসঙ্গ ছিল বলিয়া এখানে যে উত্তর দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে এই তিন বিষয়ই আছে। দৃষ্টান্ত স্থলে, 'নিকটবর্তী পুনরুত্থান' অস্বীকার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, পাশ্চাত্য জাতিগুলি মনে করিতেছে যে তাহাদের কখনো অবনতি ঘটিবে না। এই পৃথিবীতেই তাহাদের পতন ঘটিবে ও তাহারা লাঞ্ছিত হইবে। ইস্লাম তাহাদের স্থান অধিকার করিবে এবং ইহা প্রমাণ হইবে এ কথার যে মৃত্যুর পরও পুনরুত্থান হইবে।

তৃতীয় অভিযোগ 'নকল করিবার' ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে :—

ان كتاب الابرار لفى عليين

মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (দঃ) নিশ্চয়ই অনুকরণ করিতেছেন। কিন্তু যখনি তিনি অনুকরণ করেন, মুসা ঈসা প্রমুখ নবীগণের অনুকরণ করেন। ধরা হউক, তিনি অনুকরণই করেন। কিন্তু ব্যাপার এই যে, তিনি যখন অনুকরণ করেন, মুসা ঈসা এবং অন্যান্য নবীগণেরই করেন; এবং তোমরা যখনি অনুকরণ কর,

ফিরআওন ও তাহার সাথিগণেরই অনুকরণ কর। সুতরাং, তোমাদের মুখে এ কথা বলা কিরূপে শোভা পায় যে, মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম মিথ্যা-বাদী! ব্যাপার কি?—মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌র হাত যখনি পড়ে, মুসার উপরই পড়ে এবং তোমাদের হাত যখনি পড়ে ফিরআওনের উপরই পড়ে। তিনি নবীগণের শিক্ষা পালন করেন। আর তোমরা নবীগণের শিক্ষা হইতে দূরে পলায়ন কর এবং শয়তানগুলির পিছনে চল। সঠিক সামঞ্জস্যই উভয়ের মধ্যে কাজ করিতেছে। যদি উভয়েরই ব্যাপার 'ইল্লীয়ীনের' অনুরূপ হইত এবং কাফেরগণও নবীগণেরই ন্যায় হইত এবং উভয়েরই কথাগুলি এক হইত, তবে বিষয়টি সন্দেহ জনক হইয়া পড়িত যে, এই দুইয়ে মধ্যে সত্য কে? প্রত্যেকেরই কথা ও কার্য মুসার এবং ঈসার কথা ও কার্যের ন্যায়। কিন্তু এখানে তো মহাপ্রভেদ—দেদীপ্যমান পার্থক্য। মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের কথা ও কার্য মুসার সহিত মিশে এবং তোমাদের কথা ও কার্য ফির-আওনের সহিত মিশে। ইনি সাধুগণের পথে চলেন এবং তোমরা দুষ্টদের পথে চল। তোমরা যে তোমাদের নবীগণেরই বিরুদ্ধে শিক্ষা দেও। ইহা এ কথার প্রমাণ যে, মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম নবীগণের পদাঙ্কনে চলিতেছেন এবং তোমরা শত্রুদের পদাঙ্কনে চলিতেছে। সুতরাং, অনুকরণের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ইহা অনুকরণ নহে, ইহা সামঞ্জস্য। সামঞ্জস্য ইল্লিয়ীনগণের সহিত। এজন্য এই সামঞ্জস্য তাঁহার সত্যতার দলীল বটে।

এখানে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মক্কার কাফেরগণ যেমন কোরআন করীমের বিরুদ্ধে "আসাতিরুল্ আওওয়ালীন" বলিয়া অভি যোগ করিত, যেমনি আজ তের শত বৎসর পরে ইয়ুরোপীয়ানেরাও মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের বিরুদ্ধে এই অভিযোগই করে। পাদরী টিস্‌ডেল 'মাখেযে-কোরআন' (*Sources of the Quran*) লিখিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কোরআন অন্যান্য গ্রন্থ হইতে নকল করা হইয়াছে।

'সুরাহ্ তৎফীফে' ইয়ুরোপীয়ান জাতীগুলির সম্বন্ধেও উল্লেখ আছে। এই জন্য মক্কার কাফেরদের সহিত ইয়ুরোপীয়ানগণেরও সাদৃশ্য রহিয়াছে। মক্কার কাফেরগণ যাহা বলিত, তাহাই ইহারাও বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। খোদা-তা'লা ইহাদের দ্বারা এমন পুস্তকগুলি লিখাইয়াছেন যে এই পুস্তকগুলিতেও ঐ সকল আপত্তিই উপস্থিত করা হইয়াছে, যাহা মক্কার কাফেরগণ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের বিরুদ্ধে করিত।

অন্য কথায়,

اذا تتلى عليهم قال اساطير الاولين

আয়েতে এই ভবিষ্যদ্বাণী অন্তর্নিহিত ছিল যে, ভবিষ্যৎ কালে যখন খ্রীষ্টানগণ প্রাধান্য লাভ করিবে, তাহারা কোরআন করীম এবং ইস্‌লামের বিরুদ্ধে এই অভিযোগই করিবে। দৃষ্টান্ত স্থলে, উপরোল্লিখিত "মাখেযে কোরআন" পুস্তকে বিশেষভাবে এই বিষয় নিয়াই তর্ক করা হইয়াছে যে কোরআন অন্য গ্রন্থ সমূহের 'নকল' মাত্র। সেইরূপ, আরো কোন কোন পুস্তক খ্রীষ্টানেরা প্রকাশ করিয়াছে। ঐগুলির মধ্যে কোরআন করীমের বিরুদ্ধে এই অভিযোগই করা হইয়াছে।

যাহাহউক, খোদা-তা'লা বলেন :

اذا تتلى عليهم ايتنا قال اساطير الاولين -

অর্থাৎ, "যখনি তাহাদের নিকট আমার কথাগুলি পেশ করা হইবে, তখনি তাহারা বলিবে যে, এই গুলি 'আসাতিরুল্‌-আওওয়ালীন'।" অর্থাৎ, ধর্ম অস্বীকারকারী এই সব ব্যক্তির নিকট কোরআন করীমের শিক্ষা উপস্থিত করা হইলে, তাহারা বলিবে, 'এ কি পুস্তক! ইহাতে কোন কোন কথা জিন্দাবিস্তা হইতে, কোন কোন কথা তৌরাত হইতে এবং কোন কোন কথা ইঞ্জীল হইতে নকল করা হইয়াছে।' ইহার উত্তর আল্লাহ্‌-তা'লা পরবর্তী আয়েতে দিয়াছেন। কিন্তু যদি কেহ চিন্তা করে, তবে ইহাই কত স্পষ্ট প্রত্যুত্তর। তোমরা মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের বিরুদ্ধে এ কি অভিযোগ করিতেছ? মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম তো তিনিই, যিনি পূর্ব হইতে তোমাদের সম্বন্ধে এই সংবাদ দিয়াছিলেন যে, তোমরা এক সময় এই প্রকার অভিযোগ করিবে। সুতরাং, এই অভিযোগ তাঁহাকে মিথ্যাবাদী নির্ণীত করে না, বরং তাঁহার সত্যবাদিতাকে আরো উজ্জলতর করিতেছে। ['তফসীরে কবীর,' ষষ্ঠ জেল্‌দ, চতুর্থ ভাগ, প্রথ মার্ধ, ২৯৬—৩০২ পৃঃ]

○

আমেরিকার পত্র

2141 LeRoy Place N. W.
Washington, 8 D.C.
U, S. A, 22-4-63.

My Dear Brother,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

খোদাতালার অপার অনুগ্রহে আমি ৯ই এপ্রিল সন্ধ্যায়, হাওয়াই জাহাজে, নিরাপদে ওয়াশিংটন পৌঁছিয়াছি। আল্‌হামদুলিল্লাহ। এখন অনুরোধ এই, দর্‌দে-দিলের সহিত আমার তবলীগী কৃতকার্যতার জন্য দোয়া

করিবেন। আরো নিবেদন এই যে জুমার নামাজে ঢাকাস্থ সকল আহ্‌মদী ভ্রাতা-ভগ্নির খেদমতে আমার সালাম ও দোয়ার দরখাস্ত জানাইবেন। এতদ্ব্যতীত আহ্‌মদী পত্রিকায় আমার ওয়াশিংটন পৌঁছার খবর প্রকাশ করতঃ বাংলার সকল ভ্রাতা-ভগ্নির খেদমতে আমার সালাম ও দোয়ার জন্য বিনীত নিবেদন জানাইবেন যেন যে-উদ্দেশ্যে আমি এখানে প্রেরিত হইয়াছি, অর্থাৎ ইসলাম ও আহ্‌মদীয়তের প্রচার এবং এখানকার আহ্‌মদী ভ্রাতাভগ্নিগের শিক্ষা ও চরিত্র গঠন, তাহা সুচারুরূপে সুস্পাদিত করিতে পারি। এখানকার বহু পুরাতন আহ্‌মদী যাঁহারা মরহুম সুফি-মুতিউর রহমান সাহেবের ভক্ত আমার আগমনে বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন যে, 'আমরা সুফি-এম, আর, বেঙ্গলীর কায়েম মোকাম পাইয়াছি।' দোয়া করিবেন এবং সকল ভ্রাতাভগ্নিকেও এই দোয়ার অনুরোধ জানাইবেন যেন আল্লাহ্ তা'লা আপন ফজল ও অনুগ্রহে এই অধমকে সুফি সাহেবের প্রকৃত কায়েম মোকামী করিবার তৌফিক দেন। জোনাব সুফি সাহেব তো বহু জ্ঞানী ও কাবেল ছিলেন, কিন্তু এই অধমের তো জ্ঞান ও কাবেলীয়ত কিছুই নাই, শুধু আল্লাহ্ তা'লার অপার দয়া ও অনুগ্রহের উপরই ভরসা। বয়সের দিক দিয়াও আমি বৃদ্ধ। অতএব আল্লাহ্ তা'লা যদি বিশেষ অনুকম্পা করিয়া এই অধমকে কিছু তাঁর দ্বিনের খেদমত করিবার তৌফিক দেন, তবেই কিছু সম্ভাবনা। * * *

আসিবার সময় আমি হলেও হইয়া আসিয়াছি। আমার ছেলে ছালাহউদ্দিনের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়াছি। তথায় দুই দিন থাকিয়াছিলাম। তথায় মরহুম ভ্রাতা সন্দীপ নিবাসী মৌলবী আবদুল হাদী সাহেবের ছেলের সঙ্গেও দেখা হইয়াছে। তথায় আমাদের মসজিদে এক মিটিং হইয়া ছিল তাহাতে বহু গণ্যমান্য ডাচ যোগদান করিয়াছিলেন। সেই মিটিং-এ জোনাব হাফেজ কুদরতল্লাহ সাহেব আমার পরিচয় কারাইয়া দিলে পর আমি ইংরাজীতে একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়া আমার আমেরিকা যাওয়ায় উদ্দেশ্য বয়ান করি। সভা ভঙ্গের পর বহু ডাচ আসিয়া মোসাফা করে এবং এক জন ডাচ মহিলা আমার নাম-ধাম নোট করেন, যেন প্রেসে এ সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশ করিতে পারেন।

আমার নামে আমেরিকায় 'আহ্‌মদী' পত্রিকাখানা জরুর পাঠাইবেন।

এখানে আসার পরও খোদা-তা'লার ফজলে তবলীগের দুই একটি সুযোগ হইয়াছে। তৃতীয় দিবস এক ক্লাবে আমাদের নিমন্ত্রণ হয়। তথায় ভ্রাতা গোলাম ইয়াসিন সাহেব এবং খাকসার বক্তৃতা প্রদান করি। ৪র্থ দিবসও এক ইউনিটারিয়ান চার্চে নিমন্ত্রিত হইয়া জোনাব গোলাম ইয়াসিন সাহেব ও খাকসার ইসলাম সম্বন্ধে টেবল টক করি। গতকল্য খাকসারকে মিশন হাওসে ওয়েলকাম ডিনার প্রদান করা হয়। তাহাতেও বক্তৃতা করিয়াছি। তাছাড়া এক জুমার Sermon ও এক Weekly Meeting এ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছি। দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্-তা'লা এরূপ সুযোগ ও সুবিধা আরো সৃষ্টি করিয়া দেন এবং ইংরাজী ভাষায় ইসলাম ও আহ্‌মদীয়াতের পয়গাম পৌঁছাইতে, আল্লাহ্-তা'লার তৌহীদ ও হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফার (দঃ) পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলের গৌরব ও মহিমা প্রকাশ করিতে তৌফিক দেন। আমীন।

খাকসার—আবদুল রহমান খা।

আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলায় দীক্ষা গ্রহণের (বায়আতের) শর্তাবলী

১। প্রথম—বায়আ'ত গ্রহণকারী সরল অন্তঃকরণে এই প্রতিজ্ঞা করিবেন যে, তিনি কবরে প্রবেশ পর্যন্ত 'শেরেক' হইতে দূরে থাকিবেন।

২। দ্বিতীয়—মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, সর্ব প্রকার পাপাচার, সীমাতিক্রম, অত্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা, অশান্তি ও বিদ্রোহের পথ সমূহ হইতে আত্মরক্ষা করিবেন এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময়ে, তাহা যতই প্রবল হউক, তদ্বারা পরাভূত হইবেন না।

৩। তৃতীয়—বিনা ব্যতিক্রমে খোদা-তা'লা এবং রসুলের আদেশ অনুসারে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবেন এবং সাধ্যানুসারে নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়িতে, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িতে, প্রত্যহ নিজের গুণাহ সমূহের জন্য ক্ষমা চাহিতে এবং 'আস্তাগফার' করিতে সর্বদা ব্রতী থাকিবেন এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে খোদা-তা'লার অপার অনুগ্রহ সমূহ স্মরণ করিয়া তাঁহার 'হামদ' ও তারিফ করাকে প্রত্যহ নিত্য কর্মে পরিণত করিবেন।

৪। চতুর্থ—সাধারণভাবে সর্ব প্রকার সৃষ্ট জীবকে এবং বিশেষভাবে মুসলমানগণকে ইন্দ্রিয় উত্তেজনা বশে কোন প্রকার অন্যায় কষ্ট দিবেন না—মুখে, হাতের দ্বারা, বা অপর কোন উপায়েই নহে।

৫। পঞ্চম—সুখে, দুঃখে, কষ্টে, শান্তিতে. সম্পদে, বিপদে সকল অবস্থায় খোদা-তা'লার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন। সকল অবস্থাতেই আল্লাহ্‌-তা'লার কার্যে সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং তাঁহার পথে যাবতীয় অপমান ও দুঃখ বরণ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদ্‌পদ হইবেন না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবেন।

৬। ষষ্ঠ—সামাজিক কদাচার পালন করিবেন না এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব করিবেন না। কোরআন শরীফের আধিপত্যকে সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করিবেন এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলের বাক্যগুলিকে সকল কার্যে নিজ সারথী করিবেন।

৭। সপ্তম—সমস্ত অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য সর্বোতোভাবে পরিহার করিবেন। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন নির্বাহ করিবেন।

৮। অষ্টম—ধর্ম ও ধর্মের সম্মান রক্ষা এবং ইস্‌লামের সহিত আন্তরিক সমবেদনাকে নিজ ধন, মান, প্রাণ, সম্ভ্রম, সন্তান সন্ততি ও সকল প্রিয়জন অপেক্ষা অধিক প্রিয় জ্ঞান করিবেন।

৯। নবম—সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি সকল সময় শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সহানুভূতিশীল থাকিবেন এবং সকলের উপকারার্থে খোদা প্রদত্ত যাবতীয় শক্তি, সামর্থ্য ও দানগুলি যথাসাধ্য নিয়োজিত করিবেন।

১০। দশম—ধর্মানুমোদিত সকল কার্যে আমার (হযরত আক্‌দসের) আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় আমার সহিত যে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন, তাহাতে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অটল থাকিবেন এবং এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সকল প্রকার আত্মীয় সম্পর্ক ও সর্ব প্রকার প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ হইতে এত অধিক ঘনিষ্ঠ ও পবিত্র হইবে যে পৃথিবীতে তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। 'আহমদীর' বৎসর মে হইতে এপ্রিল। যিনি যখনি ইচ্ছা 'এপ্রিল' পর্যন্ত গ্রাহক হইতে পারেন। 'মে' হইতে আবার নব বর্ষ আরম্ভ হইবে।

২। ধর্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি নাই। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়াও প্রকাশ করা হইবে।

৫। প্রবন্ধ এক পৃষ্ঠায় টাইপ বা পরিষ্কার হস্তাক্ষরে পাঠাইতে হইবে। নচেৎ ছাপা হইবেনা। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হইবে না। ফেরৎ নিতে হইলে উপযুক্ত ডাক টিকিট দিতে হইবে। চিঠি ফেরত দেওয়া হয় না।

৬। যাবতীয় প্রবন্ধ পাঠাইবার ঠিকানা :—

'সম্পাদক' আহ্‌মদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

৭। 'আহ্‌মদীর' চাঁদা, কাগজ প্রাপ্তি, মুদ্রণ, প্রকাশ এবং টাকা কড়ি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী'
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই।

২। যে সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হইবে, তাহার অন্ততঃ এক পক্ষ পূর্বে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের অফিসে পৌছান চাই।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	প্রতি সংখ্যা	৪০৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	"	২৫৲
" সিকি পৃষ্ঠা বা অর্ধ কলম	"	১৫৲
" সিকি কলম	"	৮৲
" কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা	"	৭০৲
" " " " অর্ধ	" "	৪০৲
কভার পৃষ্ঠা ৩য় পূর্ণ	প্রতি সংখ্যা	৫০৲
" " " অর্ধ	" "	২৫৲
" " ৪র্থ পূর্ণ	" "	৮০৲
" " " অর্ধ	" "	৪০৲

৩। কোন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্তন করিতে হইলে এক পক্ষ পূর্বে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

৪। অশ্লিল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হইবে না।

৫। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য, কিংবা বিশেষ কোন কথা থাকিলে বা বিশেষ কোন চুক্তি করিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah, at Shahjahan Fritning Wor
for the Proprietors, 'East Pakistan Anjuman Ahmadiyya', 4, Bakshi Bazar Road, Dacca
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar